সংবাদ

2 8 MAR 2007

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি লুটপাটের তদন্ত শুরু

অর্থ আত্মসাৎ ও কয়েকশ' কোটি টাকার বেদখলকৃত সম্পত্তি উদ্ধারে তৎপরতা, লুটপাট হওয়া অর্থের হিসাব যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে

আতাউর রহমান

বেদখল করা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকশ' কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি উদ্ধার, দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ এবং তৎকালীন কলেজের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারে তৎপরতা শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এজন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন এবং পেশাদার সিএ ফার্ম (চার্টার্ড একাউনটেন্সি ফার্ম) নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিন ধাপে এ তদন্ত এবং উদ্ধার প্রক্রিয়া চালানো হবে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ১৯৬৮ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সরকারি জগন্নাথ কলেজ পর্যায়, ২০০৫ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার পর প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন পর্যন্ত এবং ২০০৬ সালে ভিসি নিয়োগ থেকে চলতি বছর পর্যন্ত এ তিন ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব, দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে লুটপাট হওয়া অর্থের হিসাব যাচাই-বাছাই করে উদ্ধার কার্যক্রম চালানো হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র এক কর্মকর্তা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকতেই দ্রুত এ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির রিপোর্ট এবং সিএ ফার্মের দেয়া হিসাব অনুযায়ী উদ্ধার কার্যক্রম চালানো হবে। ফলে তৎকালীন কলেজ ও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সম্পত্তি দখলকারীরা চরম আতঙ্কে রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ১৯৬৮ সালে জগন্নাথ কলেজ সরকারিকরণের পর থেকে বিভিন্ন সময় কলেজে ব্যাপক অর্থ লুটপাট ও দুর্নীতি হয়েছে। ২০০৫ সালে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পরও এ দুর্নীতি থেমে থাকেনি। এ সময়ের মধ্যে নিম্ন আয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অর্থ লুটপাট করে ঢাকায় একাধিক বাড়ি করেছে বলে জানা যায়। তৎকালীন কলেজের প্রভাবশালী দুর্নীতিবাজ চক্রের যোগসাজশে তৎকালীন কলেজের (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) ১২টি ছাত্রাবাস দখল করে নিয়েছে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। অভিযোগ রয়েছে, পুরনো ঢাকার আলোচিত সন্ত্রাসী ও জগন্নাথ কলেজের সাবেক ছাত্রদল নেতা সাগীর আহাম্মেদ এবং তৎকালীন কলেজের প্রভাবশালী এক কর্মকর্তা দুটি ছাত্রাবাসের জায়গা জাল দলিলের মাধ্যমে বিক্রি করে হাতিয়ে নিয়েছেন কয়েকশ' কোটি টাকা।

সূত্র মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি ছাত্রাবাস তৎকালীন কর্তৃপক্ষের যোগসাজশ ও অনীহার কারণে বেদখল হয়। এর মধ্যে বংশাল নাজিরাবাজারের (?) বজলুর রহমান ছাত্রাবাসের জায়গা দখল করে গড়ে তোলা হয়েছে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে একটি হাই স্কুল। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা এবং সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন ছাত্রাবাসের জায়গায় স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এছাড়াও নবাবপুরের টিপু সুলতান রোডে অবস্থিত শহীদুর রহমান ছাত্রাবাস ও [illegible] মজুমদার ছাত্রাবাস এবং [illegible] অবস্থিত আনোয়ার শফিক ও এরশাদের [illegible] কোটি টাকার জায়গা দখল করে নিয়েছে প্রভাবশালীরা। তবে এ ছাত্রাবাসগুলো এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম খানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন।

অন্যদিকে ১৯৮৯ সাল থেকে বর্তমান ভিসি নিয়োগের আগ পর্যন্ত পরিবহন খাতের কোটি কোটি টাকার হিসাব নেই বর্তমান কর্তৃপক্ষের কাছে। এ খাতে বড় ধরনের অর্থ লুটপাট হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র। তাছাড়া পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার পর গত শিক্ষাবর্ষে (২০০৫-২০০৬) ভর্তি সংক্রান্ত কাজে দুর্নীতিবাজ একটি চক্র হাতিয়ে নিয়েছে অর্ধ কোটি টাকারও বেশি। এ চক্রটি এতই প্রভাবশালী ছিল যে, এ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় একাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও কর্তৃপক্ষ তদন্ত পর্যন্ত করতে সাহস পায়নি। বর্তমানে এ চক্রের অনেকে অবসরে এবং অন্যত্র বদলি হয়ে চলে গেছেন। দু'একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকলেও তদন্ত কমিটি গঠনের কথা শুনে একেবারে নিশ্চুপ হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর পরও এ চক্রটি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের তোয়াক্কা না করে মাইগ্রেশন ভর্তির মাধ্যমে ২০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে কয়েক [illegible] টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করলেও প্রভাবশালী এ দুর্নীতিবাজ চক্রটি প্রভাব খাটিয়ে তদন্ত রিপোর্ট তাদের পক্ষে [illegible] বলে অভিযোগ রয়েছে।

জানা গেছে ২০০৬ সালের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] প্রধান কেরানি [illegible] এবং [illegible] বিভাগের [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১২ লাখ টাকা [illegible] হাতিয়ে নেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টোর রুম থেকে [illegible] মালামাল বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কিছু দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারের [illegible] লক্ষাধিক টাকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি করে বিক্রির সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি সাইনবোর্ড তৈরিতে [illegible] অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। [illegible] লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে তৈরি এ সাইনবোর্ডগুলো ছয় মাস না যেতেই নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে গত [illegible] সাইনবোর্ড দুটি খুলে নতুন করে সংস্কার করা হচ্ছে।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিশ হাজার শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্র তৈরির কাজে একটি চক্র কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এ খবর পেয়ে পরিচয়পত্র তৈরির কাজ বন্ধ করে দেন। একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উন্নয়নমূলক ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত অনেক কাজ টেন্ডার ছাড়াই করা হয়েছে। ফলে এগুলোতে ব্যাপক অনিয়ম ও অর্থ লুটপাট হয়েছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান বলেন, আমি এখানে দায়িত্ব নেয়ার পর অনেক অনিয়ম দূর করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখলকৃত সম্পত্তি উদ্ধার এবং বিভিন্ন সময় অনিয়মের মাধ্যমে লুটপাট হওয়া অর্থ উদ্ধারের ব্যাপারে তিনি 'সংবাদ'কে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কী কী সম্পত্তি রয়েছে কিংবা এগুলো কোথায় কার দখলে রয়েছে তা নির্ণয়ের জন্য একটি সিএ ফার্ম শিগগিরই ইনভেন্টরি কাজ শুরু করবে। এ রিপোর্ট পাওয়ার পরই উদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে।